হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

আমার আলো

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৭ ❐ ফাল্গুন ১৪২৩ ❐ জমাদিউস সানি ১৪৩৮ ❐ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ❐ ৩য় বর্ষ ৭ষ্ঠ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

প্রার্থনাই শক্তি ধ্যানেই মুক্তি

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

'ওয়া আন আবি হুরায়রা রাঃ কালা কালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহা তায়ালা কালা ওয়ামা তাকাররাবা ইলাই-ইয়া আবদী বিশাই ইন আহাব্বু ইলাই-ইয়া মিম্মাফ তারারতু আলাহি, ওয়ালা ইয়াযালু আবদী ইয়াতাকাররাবু ইলাই-ইয়া বিন নাওয়াফিলি হাত্তা আহাবাবতুহু ফা ইযা আহাবাবতুহু ফাকুনতু সাম আছুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাছারা হুল্লাযী ইউবছিরুবিহি ইয়াদাহুল্লাতী ইউবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহু হুল্লাতি ইয়ামশী বিহা।

অর্থ: প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার বান্দা ফরজ আদায়ের মধ্য দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে। ফরজ আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আমার ভালোবাসা লাভ করে। আমি যখন কাউকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। যখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায় বা দাবী করে কখনো কখনো আমি তাকে তা-ই দেই। (হাদিসে কুদসী, রাওয়াহু বুখারী ও মুসলিম)

যদি কেউ আল্লাহতায়ালার কুদরতি শক্তি অর্জন করতে চান, আল্লাহকে লাভ করতে চান, পেতে চান, দেখতে চান, মিরাজ ও দর্শন করতে চান তাহলে প্রত্যেক নর-নারীকে অবশ্যই প্রার্থনা, রিয়াজত ও সাধনা করতে হবে।

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার প্রথমদিন বৃহস্পতিবার 'গুরুরাতে' রহমতের ডাকের পর মোনাজাত করছেন কুতুববাগী পীর কেবলাজান

নামাজ এবং এক দাগীচোরের কাহিনী

আলহাজ জয়নাল আবেদীন

যুগের ঘটে যাওয়া কাহিনী থেকে একটি ঘটনার কথা বলছি, এক এলাকায় এক চোর ছিল, সে বয়সে যুবক প্রতিবেশিদের লোটা-ঘটি, বাটি, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি চুরি করতো। এ জন্য সে চোর হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করলো। একদিন সে চিন্তা করলো, এলাকায় যখন দাগীচোরের খেতাব পেলাম, তাই এখন থেকে আমাকে বড় চোর হতে হবে। এবং তা হতে হলে কি করতে হবে? ভেবেচিন্তে ঠিক করলো প্রথমেই রাজার বাড়িতে চুরি করতে হবে। রাজবাড়িতে ঢুকে আড়াল থেকে দেখতে পেলো, রাজা ও রাজকন্যা বসে আলাপ করছেন। শুনতে পেলো রাজা তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছেন– 'মা, তোমার কাছে এত সুন্দর ভালো নামী-দামী পাত্রের প্রস্তাব আসে, তুমি তা একটাও পছন্দ করছো না এর কারণ কী মা, বলো? মেয়েটি পিতার কথা শুনে উত্তর দিলো– 'আব্বা এইসব পাত্র আমার পছন্দ নয়। রাজা বললেন, কেন মা, তোমার কেমন পাত্র পছন্দ আমার নিকট মন খুলে বলো, তুমি আমার একমাত্র কন্যা। মেয়েটি পিতাকে জিজ্ঞেস করলো, আব্বা আমি আমার পছন্দের কথা বলবো কি? পিতা বললেন, হ্যাঁ মা তুমি বলো। মেয়েটি বললো, আব্বা আপনার রাজ্যে এমন কোন নওজোয়ান পাবেন কি? যে একাধারে চল্লিশটি জুমার নামাজ আদায় করেছে, তাহলে আমি তার সাথে চির বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি আছি। পিতা বললেন, মা, আমি তোমার জন্য এমন পাত্রই খুঁজে বের করবো। মেয়েটি বললো, পাবেন সত্যি, তবে এটা কোন রাজা-বাদশাহর ছেলে হয়তো হবে না, যদিও পান সে সাধারণ ছেলেই হবে। তবে তাকে যদি আপনার জামাতা বানাতে হয়, তাহলে আপনার সম্পদ থেকে কিছু সম্পদ দিয়ে তাকে সম্পদশালী করে নিতে হবে। পিতা বললো, মা, তুমি আমার একমাত্র কন্যা, যে আমার জামাতা হবে সে-ই তো আমার সকল সম্পদের মালিক হবে। এই কথা শুনে চোর বেটা ভাবতে লাগলো, এই তো আরেক সুবর্ণ সুযোগ। রাজার জামাতা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে না, টাকা-পয়সা লাগবে না। শুধু চল্লিশটি জুমা নামাজ পড়লেই রাজকন্যাকে বিয়ে করা যাবে। তাহলে আর এই সুযোগ ছাড়া যাবে না। চোর বেটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে, সোজা এসে মসজিদের বারান্দায় বসে বসে চিন্তা করতে লাগলো– 'হায়! জীবনে তো কোনদিন নামাজই পড়ি নাই। আজ কেমন করে নামাজ পড়বো? এই চিন্তা করে করে ব্যাকুল হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে ফজরের আজানের সময় হলো। মুয়াজ্জিন আজান দিল, আজানের পর সে বললো, হে আল্লাহ আমি কীভাবে নামাজ পড়বো? আমাকে রাস্তা দেখাও। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল এক মুসল্লি এসে সুন্নত নামাজ পড়ছে। এরপর আরেক মুসল্লি এসে নামাজে দাঁড়ায়, তার পাশে দাঁড়িয়ে ওই মুসল্লির মতো করে চোরবেটাও নামাজ আদায় করলো। এরপর ইমাম সাহেব নামাজে দাঁড়ালো। চোর বেটাও ফজর থেকে এশা পর্যন্ত এভাবেই জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলো। এই থেকে তার নামাজ পড়া শুরু হলো। এভাবে কয়েক দিন যাওয়ার পর, চোরবেটা ইমাম সাহেবকে বললো, হুজুর আমাকে কিছু সুরা কিরাত শিখাবেন? ইমাম সাহেব উত্তর করলেন, আরে ভাই তোমার মত একজনকে নামাজ শিখাতে পারলে তো আমার জীবন ধন্য হবে। ইমাম সাহেব তাকে ছাত্র হিসেবে তালিম দিতে শুরু করলেন। এভাবে সুরা কিরাত শিখতে শিখতে সে একজন পূর্ণ মুসল্লিতে পরিণত হলো। এখন সে আর এক ওয়াক্ত নামাজও কাযা করে না, এভাবে দিন মাস বছর কেটে যাচ্ছে। এদিকে রাজা হঠাৎ তার রাজ্যে লোক-লস্কর দিয়ে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, এ রাজ্যে এমন কোন নওজোয়ান ছেলে আছে কি, যে একাধারে চল্লিশ জুমা নামাজ আদায় করেছে? যার একটি জুমাও কাযা হয় নাই? তাহলে ওই ছেলের সাথে রাজকন্যাকে বিবাহ দেওয়া হবে। রাজ্যে এমন কেউ থাকলে তিনি রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজকন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারেন। এভাবে সমস্ত রাজ্য ঘুরে তারা কোন পাত্রের সন্ধান পাচ্ছিল না, সবশেষ তারা চোর বেটার এলাকায় আসলো তখন এলাকার সর্ব সাধারণ শাহী ঢ্যালান শুনে বলতে লাগলো, এলাকায় এমন কোন ছেলে নাই তবে, একটি ছেলের সন্ধান আমরা দিতে পারি, সে আমাদের মসজিদেই পড়ে থাকে। আর নামাজ জিকির-আজগার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, হয়তো ছেলেটি চল্লিশ জুমা আদায়কারী হতে পারে। তখনই মসজিদে গিয়ে তারা দেখে ছেলেটি আল্লাহর ধ্যানে মশগুল। তারা অপেক্ষা করলো যুবকের ধ্যান ভাঙার জন্য। ধ্যান ভাঙার পর, রাজার ঘোষণাপত্র পড়ে শুনালো।

এ সংখ্যার সবগুলো আলোকচিত্র তুলেছেন পীর ভাই আশরাফ উদ্দিন জয়

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

তরিকায় আসার প্রয়োজনীয়তা

নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি

তরিকায় কেন আসবেন আপনি? কী হবে নকশবন্দিয়া- মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় শামিল হয়ে? এমন প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগতে পারে। যখন কেউ দাওয়াত দেন যে ভাই আসেন, কুতুববাগ দরবার শরীফে যাই। সেখানে একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহাসাধক শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি-মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান শুদ্ধ মানুষ হওয়ার পথ দেখিয়ে থাকেন। মানবজীবন সহজ আর সুন্দর করার দীক্ষা দিয়ে থাকেন।

যারা তরিকাপন্থী নন, তাদের কাছে এমন আহবান জানালে হয়ত মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলবেন, কী হবে তরিকা নিয়ে? এখানেই আসে প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন। আসলে মানুষমাত্রই তার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে। সব কাজেই আসলে মানুষ তার লাভ- লোকসানের কথা ভাবে। এটা দোষের কিছু নয়। অকারণে কেন আপনি কিছু করবেন? এখানেই তরিকায় আসার প্রয়োজন আছে কি নেই- সেই সত্য যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

আমাদের দু'টি জীবন। একটি ইহকালের বা পৃথিবীর জীবন, আর একটি পরকাল বা মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবন। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ এবং তার রাসুলদের ওপর, আসমানী কিতাবসমূহের ওপর, তারা অবশ্যই জীবনের এই দু'টি বাস্তবতাই বিশ্বাস করেন। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করেন না, সেই নাস্তিকদের কথা তো আলাদা। বিশ্বাসীরা জানেন, মাটির ওপরকার এই জাগতিক জীবন খুব অল্প সময়ের। বড়জোর এক শতাব্দীকালের। কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী জীবন অনন্তকাল। যেহেতু নফস-এর মৃত্যু হয়, আত্মা অমর। দেহের বিনাশ ঘটে, আত্মা চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন। সেই অনন্তকালের পরলোক- জীবনের কথা ভেবে মানুষকে সৎ কাজ করতে হয়। আত্মাকে পাকপবিত্র করে মৃত্যুর আগেই শুদ্ধ মানুষ হয়ে যেতে হয়। ঈমানের সঙ্গে যেতে হলে আত্মশুদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। সেই শুদ্ধ মানুষ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হতে হলে শুদ্ধ-কামেল গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হয়।

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার দ্বিতীয়দিন শুক্রবার পবিত্র জুমার জামাতের একাংশ

ওরছ শরীফের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জুমার নামাজের খুতবা পাঠ করছেন কুতুববাগী পীর কেবলাজান

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আমার আলো

পবিত্র ওরছের মঞ্চের মধ্যমণি কুতুববাগী কেবলাজান, তাঁর ডানে এইচ এম এরশাদ, আজমীর শরীফের খাদেম আলহাজ সৈয়দ ওয়াহিদ হোসেন চিশতী, বামপাশে দরবার শরীফের সভাপতি মোহাম্মদ ইউনূছ ও অন্যরা

ঐতিহাসিক ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা উপলক্ষে তোরণ, খামারবাড়ি মোড় বঙ্গবন্ধু চত্বরে

প্রার্থনাই শক্তি ধ্যানই মুক্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

Prayer, in the ritual sense, is an obligation of the faith, to be performed five times a day by adult Muslims. According to Islamic law, prayers have a variety of obligations and conditions of observance. However, beyond the level of practice, there are spiritual conditions and aspects of prayer which represent its essence.

In the Holy Quran, Allah says: I created the jinn and humankind only that they might worship Me. Thus, prayer first and foremost, is the response to this Divine directive to worship the Creator.

Prayer only way to peace and refreshment for humankind. Will have the gain spiritual power. be carried of Allah prophet Mohammad (sm.) and saint. Known to himself and try to understand who is creator. All Kind secret conversation with Allah. Praying is the freedom place for humankind. This called prayer.

এক ঘন্টা আল্লাহতায়ালাকে চিন্তা করা একশ বছরের ইবাদত হতে উত্তম। আল্লাহতায়ালা কোরআন মাজিদে বারবার চিন্তা বা ধ্যান মোরাকাবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। চিন্তা বা ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে লাভ করা।

কাজেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধ্যান করেছেন পরিপূর্ণ ইসলামের পথে পথে ধ্যান বা মোরাকাবাই প্রধান মুক্তির পথ। ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর চৈতন্যময় অস্তিত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে আপন অস্তিত্বকে খুঁজে পায়। তরিকতের ভাষায় চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে–

(ক) ফানা ফির নফস বা অযুদ
(খ) ফানা ফিশ শায়েখ
(গ) ফানা ফির রাসুল
(ঘ) ফানা ফিল্লাহ

ফানা ফির নফস বা অযুদ

হচ্ছে নফসে আম্মারাহ, কু-প্রবৃত্তি, কু-মন্ত্রণা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা বা আকর্ষণ ইত্যাদি ধ্বংস করার নামই 'ফানা ফির নফস' বা অযুদ। দুনিয়াবী সকল কিছু বাদ দিয়ে ঐশী গুণাঞ্চল অর্জন করাই এ স্তরের কাজ। নফসে আম্মারাহ হতে আসা কু-স্বভাবগুলো যেমন লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, হিংসা ও নিন্দা ইত্যাদি দূর করে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। নিজের ভিতর যে আমিত্ব বা তুমিত্ব থাকে, তা থেকে নিজেকে পৃথক করতে হবে।

ফানা ফিশ শায়েখ

ফানা ফির নফস বা অযুদ Complete হওয়ার পর ফানা ফিশ শায়েখ স্তর শুরু হয়। ফানা ফিশ শায়েখ স্তরে পৌঁছতে হলে একজন কামেল মুর্শিদের প্রয়োজন, যাকে আরবীতে শায়েখ বলে।

ঐতিহাসিক ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা উপলক্ষে দরবার শরীফের সামনে প্রধান তোরণ

কামেল পীর-মুর্শিদের নিকট বাইয়াত ও মুরিদ হওয়া ছাড়া কারো কোন কালেই ফানা ফিশ শায়েখ হাসিল হবে না।

ফানা ফির রাসুল

ফানা ফির রাসুল বলতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে বিলিন হওয়াকে বুঝায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোহাব্বত অন্তরে অনুধাবন করাই ফানা ফির রাসুল। ফানা ফির রাসুল স্তরে সাধক ধ্যানের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর দর্শন করে এবং নিজেকে নূরে মোহাম্মদীর মধ্যে বিলিন করে দেয়।

ফানা-ফিল্লাহ

ফানা ফিল্লাহ অর্থ আল্লাহতে বিলিন হয়ে নিজের অস্তিত্ব কে মিশিয়ে দেওয়া। যেমনিভাবে লবণ পানিতে মিশে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তেমনিভাবে সাধক আল্লাহর মাঝে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। কামার লোহা দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করে, কিন্তু লোহা আর আগুন এক নয়। যখন লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখা হয় তখন আগুনের তাপে লোহাটি আগুনে পরিণত হয়।

অর্থাৎ আগুনের গুণাগুণ লোহার মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে একজন সাধক যখন আল্লাহর মোরাকাবা-মোশাহেদা করতে করতে এক্কের মধ্যে ডুবে যায়, তখন মাবুদের গুণাবলি ওই সাধকের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু জাহেরী লোকজন তা বুঝতে পারে না।

সামান্য আগুন যদি লোহাকে পুড়িয়ে আগুনে পরিণত করতে পারে, তাহলে আল্লাহর এক্কের আগুন কি সাধককে আল্লাহময় করতে পারে না? অবশ্যই পারে।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা মনযোগের সাথে দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কিছু সময় আল্লাহতায়ালাকে চিন্তা বা ধ্যান-মোরাকাবা করুন।

আমার এই নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শিক্ষার ভিতরে অন্যতম শিক্ষা ধ্যান-মোরাকাবা।

নামাজ এবং এক দাগী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শুনে যুবক বললো, আপনারা চলে যান এবং আপনাদের মালিকের গোলামী করেন গিয়ে। আর আমাকে আমার মালিকের গোলামী করতে দেন। আমার কোন রাজকন্যা দরকার নেই। এ কথা বলে যুবক তাদেরকে বিদায় করে দিলো। রাজ দরবারে গিয়ে তারা সব কথা রাজাকে বললো। রাজা শুনে আরো খুশি হয়ে বললেন, এমন ছেলেই তো আমার দরকার। তোমরা যে কোন মূল্যে ছেলেটিকে হাজির করো। নইলে তোমাদের কারো চাকরি থাকবে না। পুনরায় তারা যুবকের কাছে গিয়ে অনুরোধ করে বললো, আপনি যদি রাজ দরবারে না যান তাহলে আমাদের চাকরি থাকবে না। দয়া করে আপনি রাজার সাথে দেখা করেই চলে আসুন। যুবক তাদের অনুরোধে যেতে বাধ্য হলো। রাজ দরবারে গিয়ে প্রথমেই অত্যন্ত আদবের সাথে রাজাকে সালাম দিলেন, তার আদব-ভক্তি শ্রদ্ধা দেখে মুগ্ধ হলেন। এবার রাজা বলতে শুরু করলেন, 'বাবা, আমার একমাত্র কন্যা, সে কোন রাজা-বাদশাহর ছেলেকে চায় না। সে আমাকে অনুরোধ করেছে, যে একাধারে চল্লিশ জুমা নামাজ আদায় করেছে একটি জুমাও কাযা হয় নাই এমন পাত্রকেই সে বিয়ে করবে। আমি শুনেছি তোমার চল্লিশ জুমার অধিক নামাজ আদায় হয়েছে, তাই তোমার সাথে আমার একমাত্র কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাজার কথা শুনে যুবক বললো, হুজুর আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই। রাজা বললেন, বলো বাবা। যুবক, হুজুর আপনি যদি আমার আসল পরিচয় জানেন তাহলে আপনার মে তো দূরের কথা চাকরানীকেও আমার সাথে বিয়ে দিবেন না। আমি এক রাতে আপনার বাড়িতে চুরি করতে এসে গোপনে শুনলাম, আপনি মেয়ের সাথে এ বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করছেন। এবং ওই দিন থেকেই আমি নামাজ পড়া শুরু করি। হুজুর বেয়াদবি মাফ করবেন চল্লিশটি জুমার বিনিময়ে যদি রাজার মেয়েকে বিয়ে করা যায়, তাহলে আরও চল্লিশটি জুমার নামাজ আদায় করলে জান্নাতের হুর পাওয়া যাবে। দয়া করে আমাকে মাফ করবেন। আপনি অন্য কোথাও আপনার মেয়েকে বিবাহ দেন। আল্লাহর কি মেহেরবানি ছেলেটি নামাজ-জিকির ও ধ্যান করে করে খাঁটি ঈমানদার হয়ে আল্লাহর অলিত্ব লাভ করলো। অথচ একদিন যে ব্যক্তি রাজকন্যাকে পাওয়ার লোভে নামাজ ধরেছিল, আজ নামাজ-ই তাকে সেই রাজকন্যা ও রাজ্যের লোভ থেকে ফিরিয়ে আনলো আল্লাহর প্রেমিক করে। আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করলে কি না পারেন। এ দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসীতার ব্যাপক বিস্তার তবুও তা ক্ষণিকের, এই সামান্য সময়ের মধ্যে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার কারণে, যদি মৃত্যুর পরে অনন্তকাল সাজা খাটতে হয় তবে, ভোগের চেয়ে সংযোম ধারণ করাই ভালো।

আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানও মানুষদের এমনই সহি-শুদ্ধভাবে হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যে নামাজে প্রকৃত শান্তি আসে। মহান আল্লাহ যেন আমাদের ঐ যুবকের মতো সহি-শুদ্ধ নামাজি হিসেবে কবুল করেন, আমিন।

লেখক : সম্পাদক মন্ডলির সদস্য, মাসিক আত্মার আলো ॥ চেয়ারম্যান, আল জয়নাল গ্রুপ, নারায়ণগঞ্জ ॥ বিশিষ্ট খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

তরিকায় আসার প্রয়োজনীয়তা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে যারা বায়েত গ্রহণ করে তরিকাপন্থী হয়েছেন, তাদের সবাই যে যার মতো চেষ্ট করেন নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে। এই দরবারে শুদ্ধ মানুষ হওয়ার পাঠশালা রয়েছে। খাজাবাবা কুতুববাগী শিক্ষক, জাকের-মুরিদরা শিক্ষার্থী। এখান থেকেই জানা যায় সৎ মানুষ হওয়া, আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে সত্যিকারে খাঁটি ঈমানদার হয়ে জিকির করতে করতে জীবন শেষে মৃত্যুর দরজা দিয়ে অনন্তকালের পথে হাসিমুখে চলে যাবার চেষ্টা, সেই চেষ্টাই তরিকতের সাধনা। যারা তরিকা গ্রহণ করেছেন, তাদের জীবনযাপনে পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছে। তারা বদলে গেছেন। কু-স্বভাব, কু-খেয়াল, কু-ধ্যান ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ মানুষ হবার চেষ্টায় অনেকে সফলও হয়েছেন।

তরিকায় আসার আগে যিনি বা যারা বেনামাজি ছিলেন, আসার পর নামাজি হয়েছেন। বেরোজাদার ছিলেন, তরিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার পর রোজাদার হয়েছেন। অহঙ্কারি ছিলেন, তরিকায় এসে বিনয়ী হয়েছেন, নম্র হয়েছেন। আগে নিজে একাই ভোগে মত্ত থাকতেন, এখন ভোগ ভাল লাগে না, অন্যের জন্য ত্যাগ করতেই ভালো লাগে। আগে যাঁরা নামাজ পড়তেন, তাদেরও অনেকেরই নামাজের মধ্যে দুনিয়ার- ঘর সংসারের, অফিস আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নানা কথায় কাজে মন ছোটাছুটি করতো। কিন্তু তরিকায় আসার পরে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের দীক্ষা নিয়ে নামাজে হুজুরি দিল হবার শক্তি অর্জন করেছেন। এখন আর নামাজ পড়ার সময় মন এদিক-সেদিক যায় না। গভীর ধ্যানে আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা দিতে পারছেন। সত্যিকার নামাজি হবার সুযোগ তো তরিকার শিক্ষা নিয়েই সম্ভব হলো।

কুতুববাগ দরবারে এসে দরদী মুর্শিদ কেবলার সান্নিধ্যে যাদের জীবনধারা বদলে গেছে, শুধু তারাই বুঝবেন তরিকায় আসার প্রয়োজন কতখানি। তরিকায় এসেই জানা গেল যে, নিজের পিছনে লাগুন, অন্যের পেছনে লাগবেন না। অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন। বাবারা, ভুখা মানুষ পেলে খাবার দিন। বস্ত্রহীন পেলে বস্ত্র দিন। বাবা-মা জীবিত থাকলে মনপ্রাণ দিয়ে তাদের খেদমত করুন। ছোটদের স্নেহ করুন, বড়দের শ্রদ্ধা করুন। যাদের বাবা-মা চিরতরে চলে গেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তসবি তেলাওয়াত করে তাদের রুহের ওপর বকশিয়া দিন। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। মায়ের পায়ে চুমু খেলে যেন বেহেশতের চৌকাঠেই চুমু খেলেন–

এমন মহাবাণীর সুশিক্ষা দিয়ে থাকেন তরিকার ইমাম খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। খাজাবাবার কাছে যারা বায়েত গ্রহণ করে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সামিয়ানার নিচে আশ্রয় নিয়েছেন, তারা মহৎ জীবনের পথে যাত্রা করার সুযোগ পেয়েছেন। নিজেকে বিনম্র মানুষে পরিণত করতে পেরেছেন। নিজেকে চেনার জ্ঞান পেয়েছেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান যেসব নসিহত বাণী পেশ করেন, তা কোরআন-হাদিসের আলোকেই করেন। সুরা আসর এর শেষাংশে আমরা জানতে পাই– 'বিশ্বাসী ও সৎ কর্মশীলরা পরস্পরকে সত্যের পথে উৎসাহিত করে। আর (প্রতিকূলতার মুখে) ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান প্রায়ই বলেন– 'বাবারা, ধৈর্যধারণ করেন, আল্লাহ সবরকারীর সঙ্গে থাকেন। যারা গীবত করে তারা মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ করে। সাবধান! কখনো গীবত করবেন না। গীবত মায়ের সঙ্গে জেনার চেয়েও জঘন্য কাজ। খাজাবাবার এই সতর্কতার সত্যতা পাই সুরা হুমাজাহ' এর ভিতরেও। যেখানে বলা হয়েছে– 'দুর্ভোগ এমন ব্যক্তির জন্যে- যে সামনাসামনি দুর্ব্যবহার করে এবং পেছনে নিন্দা করে।' খাজাবাবা সবসময় তরিকাপন্থীদের এই শিক্ষা দেন– 'কখনো কারো মনে আঘাত দেয়া যাবে না।' তরিকায় আসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এরপরও কি আর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে? মনে হয়, না। আসলে শুদ্ধ মানুষ, খাঁটি মানুষ, পুণ্যবান পরোপকারী, দয়ালু, ধৈর্যশীল, মহৎ মানুষ হবার সবচেয়ে বড় তীর্থকেন্দ্র হলো কুতুববাগ দরবার শরীফ। আর তরিকাই হচ্ছেচ্ছ আত্মশুদ্ধির জন্য কামেল মুর্শিদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

লেখক : বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক

ওরছ শরীফের মঞ্চের দিকে যাচ্ছেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ এইচএম এরশাদ, সঙ্গে সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান

ওরছ শরীফে বৃহস্পতিবার রাতে রহমত পালনকালে মাশুকপ্রেমী অগণিত আশেক-জাকেরান (ইনসেটে) মঞ্চে কুতুববাগী পীর কেবলাজান

ওরছ শরীফের মঞ্চে বয়ান করছেন, মাওলানা হাবিবুল্লাহ জিহাদী। তার বামপাশে বসা দরবার শরীফের বিশিষ্ট খাদেম ও আল জয়নাল গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, কুতুববাগ জামে মসজিদের খতিব আল্লামা মাওলানা শহীদুল্লাহ পাঠান শঙ্খগাঞ্জী, ডানপাশে গণভবন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মিজানুর রহমান মিজানী, মাওলানা ওমর ফারুক, মাওলানা রুহুল আমিনসহ অনেকে।

মানুষের সঙ্গে আচরণ কেমন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নরম কোমল স্বভাব কামেলঅলি আল্লাহগণের সহজাত বৈশিষ্ট। আরোপিত নয়। যারা খাজাবাবা কুতুববাগীর সংসর্গে এসেছেন, তাঁরা তার এই ব্যবহার দেখেছেন। যেমন পড়েছি নবীজি (সঃ)এর জীবনীতে। নবীজি ছিলেন অত্যন্ত নরম স্বভাবের। তেমনি কামেল অলি-আল্লাহগণ নবীজির সত্য পথে মানুষদের আহবান করছেন, তাঁদের মধ্যেও নবীজির সেই চারিত্রিক গুণাবলী বিদ্যমান। আল্লাহতায়ালা নবীজিকে পাঠিয়েছেন আল্লাহভোলা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা দেখাতে। তেমনি নবুয়ত শেষ হওয়ার পর যুগে যুগে কামেল মোকাম্মেল অলি-আল্লাহগণ সেই কাজই করে যাচ্ছেন। মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় আনার জন্য রাসুল (সঃ) সেই বাণী মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেও চেষ্টা চালাচ্ছেন।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই কথায় আসি। আরো ভাবতে লাগলাম, তাহলে সত্যিকার নরম স্বভাব হবে কীভাবে? ভাবতে ভাবতে খাজাবাবা কুতুববাগীর একটা কথা মনে হল, তিনি বলেন– 'আমিও আমার মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমর্পণ করেছি।' যারা আল্লাহর রাস্তায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই এমন নরম স্বভাবের হন। যারা আল্লাহতে পরিপূর্ণ বিলিন হয়েছেন, তাদের মধ্যে কোন অহঙ্কার থাকে না, কারণ তাঁদের কাছে পার্থিব জগত মিথ্যা, এমন অবস্থা যার হয় নাই, সে কীভাবে বুঝবেন? আল্লাহর রাস্তায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করার মানেই প্রকৃতভাবে ইসলামে প্রবেশ করা। রাসুলুল্লাহর সত্য ইসলামের দাওয়াতই খাজাবাবা কুতুববাগী দিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষ কত কথা বলে, কত কটুক্তি করে, কত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে দিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি তার কাজ ও কর্তব্যে অবিচল। আর তা হবেই না-বা কেন। আল্লাহতায়ালাই একমাত্র সত্য, আর অলি-আল্লাহগণ সেই সত্যের মর্যাদা বহন করে সদা সর্বদা কাজে নিষ্ঠাবান থাকেন। যার ফলে তাঁরা কখনো চিন্তিত নন, আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুতেই ভীত নন। তাঁরা স্থীর অবিচল। আমরা মুখে মুখে আল্লাহ বলি বটে, কিন্তু কয়জন আল্লাহকে চিনতে চাই, জানতে চাই? আল্লাহর সত্তায় বিলিন হতে চাই কয়জন? মনকে বলি, সত্যি যদি তোমার আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমর্পণের বাসনা থাকত, তাহলে এত অস্থিরতা কেন? এত কষ্ট কীসের? এত চিন্তা কীসের? ইদানিং মনের সাথে দন্দ্ব বাধাই! মনকে বলি– মন, আমি তোমার দাস হব না, মুর্শিদের কাছে ওয়াদা করেছি, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করব, তোমার কাছে নয়। এ কাজে সব সময় যে সফল হই, তা নয়। আমি আশা রাখি পূর্ণ বিজয় এক সময় আসবেই ইনশআল্লাহ!

খাজাবাবা বলেন– 'তোমরা নিজের নফসের সাথে জিহাদ করো, এটাই আসল জিহাদ। জিহাদ-এ-আকবর।' আত্মশুদ্ধির এই জিহাদে আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী সত্যের আলোতে আমাকে পথ দেখাচ্ছেন।

শুধু আমি একা না, আমার মত এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন। আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া যে, আমার মত অধম, নালায়েক, মূর্খকে খাজাবাবা কুতুববাগীর মতো কামেলগুরু সান্নিধ্যে এনেছেন এবং রেখেছেন। এতটুকু অত্যুক্তি করছি না, আমার জীবন ধন্য। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে ভালো রেজাল্টের ডিগ্রিও নিয়েছি, তবুও একজন কামেল অলি-আল্লাহর মাহাত্ম আমার মত সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বোঝা সম্ভব না। এখন প্রতি মুহূর্তে মনে হয় মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর মধ্যেই আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমর্পণ ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নাই।

কুতুববাগী কেবলাজান ওরছ শরীফে শুক্রবার বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণ কামনায় আখেরি মোনাজাত করেন

সফলতার পটভূমি ও বিস্ময়কর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

না থেকে পারে না। প্রতি বছরের ওরছ শরীফের সুবিশাল মঞ্চ সাজানো হয় ফুলে-ফুলে। কিন্তু এবারই প্রথম মঞ্চে কোন ফুল নেই! এ দৃশ্য দেখে লেখকের মনে একটা অবাক করা ধাঁ-ধাঁ জাগিয়ে দিল! মুহূর্ত পরেই পরম বিশ্বাস ও আস্থার সাথে উত্তর এলো, কেবলাজান নিজেই নূরের ফুল, মানুষের সাথে মিশে মানুষফুল হয়েছেন। যে নূরের ফুল বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণের পথে পথে সুরভীত আলো ছড়িয়ে চলছেন। মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বন্ধুর ওরছ শরীফকে বাস্তবেই ফুল ছাড়া সম্পন্ন করবেন না, তা তো আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন। তবে যে বিশেষ কেরামতির মাধ্যমে দেখাবেন, এ লেখকের ভাবনায় তা উদয় হয়নি। যা-হোক, বৃহস্পতিবার ফজর নামাজ শেষে তরিকার নিয়মে পাক কালাম ফাতেহা শরীফ পাঠের মধ্য দিয়ে, দু'দিনব্যাপী ওরছ শরীফের উদ্বোধন হয়। সকালে দেখা গেল মূল মঞ্চের উত্তর পাশে যে স্থান দিয়ে কেবলাজান মঞ্চে উঠবেন, ঠিক সেখানেই একটি প্রায় মরা জীর্ণ গাছে কয়েকটি ফুল! এ দৃশ্য প্রথম দিকে তেমন কারো নজরে আসেনি। সারাদিন পবিত্র কোরআন- হাদিস, ইজমা-কিয়াসের দ্বারা শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতসহ সর্বোপরি এলমে তাসাউফ অর্থ্যাৎ, সূফীবাদের ওপর অত্যন্ত মূল্যবান বয়ান করেন দেশের বরেণ্য সুন্নি ওলামায়ে কেরামগণ। বিকাল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যত বাড়ে ফুলফোটার পরিমাণও তত বাড়তে থাকে। নিবন্ধ লেখকের জানা মতে প্রথম এ বিষয়টি পীরভাই চৌধুরী আদনান ইবনে আফসারের নজরে আসে। যে সমস্ত জাকের-কর্মী ভাইজানেরা নিরলস প্রায় দুই মাস ওরছ শরীফের প্রস্তুতি কাজে সার্বিক খেদমতে সার্বক্ষণিক উদ্যানেই ছিলেন, তারাসহ আরো অনেকে (যাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম এসেছেন) পুনরায় ঘুরে দেখে এসে বললেন– 'এ গাছটি ছাড়া উদ্যানে আর কোন গাছে ফুল দেখতে পাই নাই। এছাড়াও উদ্যানে আমরা বহু বছর ধরেই ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা করে আসছি, কিন্তু জানুয়ারি মাসের শেষে বা শুরুতে কিংবা অন্য কোন সিজনেও উদ্যানে কোন ফুল চোখে পড়ে নাই। আর এমন আচমকা ফুলফোটার দৃশ্য দেখা তো দূরের কথা!' অনেকেই বলছিলেন– 'এটা আল্লাহর রহমত, আমরা শুনেছি এবং ইতিহাসেও আছে মরাগাছে ফুলফোটার বিস্ময়কর ঘটনা। তাহলে আল্লাহর অলির এ ওরছ শরীফে যেকোন কেরামতি ঘটতে পারে এটাই স্বাভাবিক।' এ নিবন্ধ লেখার সময় ফার্মগেট আনোয়ারা উদ্যানে এই ফুল গাছটি এখনও দৃশ্যমান। একেবারেই পাতাহীন প্রায় জীর্ণ চিকন ডালে-ডালে ফুটেছিল সুবাসিত নজরকাড়া নানান রঙের ছোট-ছোট বাহারী ফুল। ওরছ শরীফে উপস্থিত থেকে নিজের চোখে দেখেছি, ছবি তুলেছি। আর সে কী দারুণ মিষ্টি তার ঘ্রাণ! বাতাসের কাছ থেকে ফুলের উড়ন্ত ঘ্রাণ ধরে রাখার মতো কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি ঠিক।

তবে ইন্দ্রিয় দ্বারা সে অপূর্ব স্বর্গীয় ঘ্রাণ মস্তিষ্কের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপভোগ করেছি, এবং সত্যি বেশ কয়েকবার ফুলের কাছে গিয়ে প্রাণের মুগ্ধতায় বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে ফুলের ঘ্রাণ উপভোগ করেছিলাম! এর পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর! বৃহস্পতি ও শুক্র বার রাত শেষে শনিবার দুপুর থেকে গাছের ফুল গাছেই শুকাতে লাগলো। ধীরে ধীরে প্রায় রাতের মধ্যেই সব ফুল গাছেই শুকিয়ে গেলো। প্রিয় পাঠক, কুতুববাগী কেবলাজানের নগণ্য আশেক হয়ে তাঁর গোলামীতে থেকে ঈমানের সাথে বলতে পারি, এখানে একটি অক্ষরও বাড়িয়ে বলার সুযোগ নেই। কারণ, মহান আল্লাহ তাঁর অপার মহিমায় যুগে যুগে নবী-রাসুলগণসহ, নিকট-প্রিয় অলি-বন্ধুদেরকে তাঁর কুদরতি লীলার দ্বারা অমূল্য পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে থাকেন, বিশ্বাস করি এমন বিস্ময়কর ঘটনা তারই ধারাবাহিকতা। তবে কেরামতির এ বিষয়গুলো কুতুববাগী কেবলাজানের মতো কামেল-মোকাম্মেল আউলিয়ারা সহজে সাধারণের কাছে প্রকাশ হতে চান না। তাই এ ঘটনা লেখার প্রশ্নে কেবলাজান ছিলেন অনমনীয়। পরে হয়তো ভক্তের করজোড় আবদারের কাছে মেহেরবান হয়েছেন। সূফীবাদের বিশ্বপ্রচারক খাজাবাবা কুতুববাগী পীর কেবলাজানের নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায়, আল্লাহতায়ালা তাঁর কবুলিয়াতের মহা দুয়ার খুলে, বেহেশতি নিয়ামত দান করেছেন। সে নিয়ামতের ভাগিদার হতে পেরেছি আমরা অগণিত পীরভাই-পীরবোনসহ আপামর মানুষ, যারা ওরছ শরীফের আখেরী মোনাজাতে অংশ নিয়েছিলাম। সেই প্রায় শুকনো গাছটিতে ফুলফোটার দৃশ্য অসংখ্য মানুষ মোবাইলে ধারণ করেছেন। এ কথাও ঠিক, এই অলৌকিক ঘটনাকে হয়তো অনেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা দিবেন, ফুল কিংবা বৃক্ষবিশারদগণও তাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রকৃতির সাথে ঋতুর সংযোগ- বিয়োগের কথাও বলতে পারেন। কিন্তু এই আবহাওয়া বা প্রকৃতি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছার সাথে কোন তর্ক চলে না, তিনিই অতি দয়ালু এবং সর্বময় জ্ঞানী। যে জ্ঞানের নূর দ্বারা আসমান ও জমিনসহ কুলকায়েনাত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহতায়ালার অতিপ্রিয় অলিয়ে কামেল - বন্ধুদের মাধ্যমে, আল্লাহ নিজেরই পরিচয় বা সন্ধান দিয়ে থাকেন আল্লাহপ্রেমী মানুষদেরকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সত্য তরিকার বর্তমান জামানার কাণ্ডারী, সূফীবাদের বিশ্বময় প্রচারক খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শিক্ষা-দীক্ষাই যাদের আদর্শ-ঈমান, আল্লাহর রহমতে নিশ্চয়ই তাদের মুক্তি আলোর পথে, যে পথ বেশি দূরে নয়!

মঞ্চের পাশে এই সেই গাছ, যে গাছে অলৌকিকভাবে ফুল ফুটেছিল (বৃহস্পতিবার রাতে তোলা ছবি)

প্রায় দুই মাসব্যাপী চলে ওরছ শরীফের প্রস্তুতি আর অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন গেট-প্যাণ্ডেলসহ সার্বিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ। অপর দিকে সারাদেশের আশেক ও জাকের ভাই-বোনদের দাওয়াত দেওয়া ও প্রচারের কাজ একযোগে চলেছে। অনেক বেজাকেরের মনে সন্দেহ ছিল আবার কেউ কেউ তা প্রকাশও করেছেন যে– 'আপনারা যেভাবে এত বিশাল আয়োজন করছেন তা সময় মতো সম্পন্ন করতে পারবেন?' উত্তরে তাদের বলেছি, কুতুববাগ দরবার শরীফ মহান আল্লাহর অলি-বন্ধুর দরবার।যখন এই সাজসজ্জা ও আয়োজন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তখন কেবলাজানের উছিলায় আল্লাহতায়ালাই সব ব্যবস্থা করবেন এবং সুন্দরভাবেই সম্পন্ন করবেন। এ কথা শুনে কারো চোখে-মুখে কোমল ও বিশ্বস্ততার মৃদু আভাস খেলেছে। আবার কারো চোখে সন্দেহের জোনাক জ্বলেছে! তবে তারা সাধারণ মানুষ, যা আন্দাজ করবেন তাই তো বলবেন। তাদের এ সন্দেহের যথার্থ কারণও ছিল।

এত বড় সুবিশাল প্যাণ্ডেল, অপূর্ব সুসজ্জিত আলোকিত মঞ্চ, বেশ কয়েকটি সুউচ্চ গেট-তোরণ নির্মাণসহ নানান কাজ। কিন্তু সামান্য সংখ্যক জাকের-কর্মী ভাইজানদের দ্বারাই, পীর-কেবলাজান সময়ের একদিন আগেই সব কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, আধ্যাত্মিক কামেল গুরুর ছোহবতে সূফীবাদ চর্চায় মানুষের অন্তর, সত্য ও সুন্দরের আলোয় উজ্জল থেকে উজ্জলতর হয়।

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

মানুষের সঙ্গে আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ

সাইফুল ইসলাম দীপক

কিছুদিন আগে হঠাৎ একটি উপলব্ধি হলো এবং সেই উপলব্ধি নিয়ে এই লেখা। একদিন আচমকা মনের ভিতর থেকে যেন কে বলে উঠলো– 'তুমি মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ করো কেন? এ কথা শুনে চমকে উঠলাম! এ উপলব্ধিটা এমনই হঠাৎ আর স্পষ্ট যে বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। চিন্তা করলাম জীবনে বহুবার বিভিন্ন মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ করেছি, কখনও তো এমন হয়নি। আবার নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা কেউ যদি আমার সাথে রূঢ় আচরণ করে, তা হলে তার প্রতি আমার রূঢ় আচরণ করা জায়েজ আছে। আবার ভিতর থেকে উত্তর আসল, সে ক্ষেত্রেও তুমি রূঢ় আচরণ করো না, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলো না। এ কেমন কথা, যুগটাই তো এরকম, কেউ ঢিল মারলে বিনিময়ে পাটকেল মারো। আরো ভাবতে লাগলাম এবং হঠাৎ মনে হল, আমার গুরু, আমার মুর্শিদ, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে তো কখনও দেখিনি কারো সাথে রূঢ় আচরণ করতে, কিংবা কারো মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে। কুতুববাগী কেবলাজান বলেন– 'মানুষের কথায় আরেক মানুষের অন্তরে একটা দাগ পড়ে। ভালো কথায় একটা দাগ পড়ে, কটু কথায়ও দাগ পড়ে। সেই দাগ সহজে ওঠে না।' আমি গুরুর সান্নিধ্যে আজ প্রায় দশ বছর। কিন্তু কই? বাবাজানকে এর মধ্যে কখনো দেখিনি কারো সাথে কটু ভাষায় কথা বা উচ্চ স্বরে কথা বলতে। তিনি বলেন– 'বাবা, কামেলঅলি আল্লাহগণ অতি নরম স্বভাবের হন।' এটাইবা কেমন কথা, যুগটাই যেখানে গরম স্বভাবের, গরম স্বভাবই হলো ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

যা-ই হোক, আমিও কিছুদিন চেষ্টা করলাম গুরুর শিক্ষা মতো নিচু স্বরে কথা বলব, কিন্তু খুব বেশিক্ষণ পারলাম না। আবারো চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অবাক হয়ে ভাবি, দশ বছর ধরে আমার পীর খাজাবাবা কুতুববাগীকে দেখি, তিনি তো সব সময়ই নরম স্বভাবের! তাহলে তিনি কীভাবে পারেন। এর কারণ খুঁজে পেলাম,

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার শেষ দিন জুমার নামাজের আগ মুহূর্তে আনোয়ারা উদ্যানের সুবিশাল প্যাণ্ডেলের এক অংশ ছবি : জয়

মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৭

সফলতার পটভূমি ও বিস্ময়কর এক ঘটনা

সেহাঙ্গল বিপ্লব

গত ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ২০১৭, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঢাকার ফার্মগেট আনোয়ারা উদ্যানে অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর পরিবেশে উদ্বাপিত হয়ে গেল কুতুববাগ দরবার শরীফের বার্ষিক ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা। দুদিনব্যাপী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আসা অগণিত মানুষের আগমন ছিল উল্লেখ করার মতো। এত মানুষ, তবু কোন কোলাহল দেখা যায়নি। সবার মাঝে বিরাজ করছিল সুনশান স্বর্গীয় নিরবতা, রাসুলপ্রেমে মুগ্ধ, আল্লাহর প্রেমে নিমগ্নতা। বৃহস্পতিবার রাতের শেষভাগ অর্থ্যাৎ, রহমতের সময়েও সুবিশাল প্যাণ্ডেল ছিল দরদী মাশুকপ্রেমী আশেক-আশেকিনে পরিপূর্ণ। আর তা হবে না-ইবা কেন, এ যে মহান আল্লাহতায়ালার মহা নিয়ামতপূর্ণ ধ্যান-মোরাকাবা-মোশাহাদা ও জিকিরের মাহফিল। মুর্শিদের উছিলায় আল্লাহতায়ালার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় সেখানে বুকভরা আশা নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রাসুলপ্রেমিক নারী-পুরুষের ঢল, সেখানে তো আল্লাহর বিশেষ রহমত থাকবেই।

(এখানে রহমত- রাতের ছবি যাবে)

এবারের ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার তাৎপর্য ছিল অনন্য। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার রীতি অনুযায়ী আমাদের দরবার শরীফের বার্ষিক পবিত্র ওরছে মনোরম আলোকসজ্জা এবারও ছিল। প্রতি বছরের মতো কুতুববাগী কেবলাজানের বিশেষ অলৌকিক কেরামতি এবারও ছিল! যা এ লেখকের দেখার মহা সৌভাগ্য হয়েছে। শুধু লেখকই নয়, যারা ওরছ শরীফে এসেছিলেন তাদের সিংহভাগ মানুষই দেখেছেন। মূল ঘটনা বলার আগে একটু প্রেক্ষাপট বলা যাক। আমরা জানি যে, এ পৃথিবীর বুকে যত ফুল আছে তা রাসুল (সঃ) বেহেশত থেকে এনেছেন, এ বাণী হাদিস শরীফে আছে। যেহেতু ফুল পবিত্র এবং যে কোন স্থানে সৌন্দর্য বর্ধনের ক্ষেত্রে ফুলের জুড়ি নেই। আর যদি সে স্থান হয় আল্লাহতায়ালার শানে তাঁর প্রিয়বন্ধুর রুহানী সান্নিধ্যে আল্লাহর পাগল মানুষের সমবেত অনুষ্ঠান, সেখানে ফুলের কদর

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

দু'হাত তুলে মঞ্চে এবং মাঠে সবাই আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমর্পণের ওয়াদা করছেন

কুতুববাগী কেবলাজান আশেক-জাকের মুরিদদের সাক্ষাৎ দিচ্ছেন ছবি : জয়

দু'হাত তুলে মঞ্চে এবং মাঠে সবাই আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমর্পণের ওয়াদা করছেন ছবি : জয়

ওরছ শরীফে বক্তব্য রাখছেন কুতুববাগী কেবলাজানের দীর্ঘদিনের আশেক সাবেক রাষ্ট্রপতি, জাপা চেয়ারম্যান আলহাজ এইচ এম এরশাদ

ওরছ শরীফে বৃহস্পতিবার রহমতের ডাকের পর ফজর নামাজ শেষে মোনাজাত

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন
মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী
২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়
+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
+M Ambulance Service
ICU, CCU, NICU & PICU
লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজিসেহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।
বি:দ্র: জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনুছ কর্তৃক কুতুববাগ কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masiaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.